ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1100-1106
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.110

কবিতা সিংহের ছোটগল্পের আঙ্গিক ও আবহ: প্রসঙ্গ 'পার্শ্বচরিত্র' ও 'খেলতে খেলতে- একদিন'

মেঘা ভট্টাচার্য, *অতিথি অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ (স্নাতকোত্তর পর্যায়), ময়নাগুড়ি কলেজ, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 30.04.2025; Accepted:14 .05.2025; Available online: 31.05.2025

Abstract

The present article analyzes the stylistic aspects of the stories of the bengali author Kabita Sinha based on two of her short stories. The short stories are– 'Parshwacharitra' and 'Khelte Khele- Ekdin'. Discussing form involves examining how the storyteller uses naming, character, setting, scene, sentence structure, imagery and other tools to complete or bring the content of the story to its ultimate conclusion. This article sheds light on the nature, content, significance of the naming, and characterization in the two short stories, and how they reach their conclusions. Plot construction plays a crucial role in the discussing form, and this article analyzes the plot construction, narrative technique, use of imagery, similes, and symbols, as well as the sentence structure of the story, and how it reveals the internal conflicts of the characters or event. The article concludes by reviewing the distinctive features of the stories' beginnings and endings.

Keywords: Naming, Characterization, Plot construction, Imagery, Syntax, Ending

(১)

ছোটগল্পের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে কবিতা সিংহ (১৯৩১-১৯৯৮) তাঁর মায়ের উক্তি স্মরণ করে বলেছিলেন- "ছোটগল্প মেয়েদের কাঁচুলির মত- তাতে দরকার ছাড়া এক চিলতেও কাপড় থাকতে পারে না"[১]। ছোটগল্পের রীতি নিয়ে আলোচনায় যে বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা বাঞ্ছনীয় তা মোটামুটি এরকম যে তাতে আরম্ভের তির্যকতা, চমৎকারিত্ব, প্রতীকধর্মীতা থাকবে, এতে কাহিনির একমুখীনতা, একটি মহামুহূর্ত বা 'ক্লাইম্যাক্স' থাকবে, গল্পের পরিনতিতে ব্যঞ্জনা সহ ভাষা ও গদ্যভঙ্গির মধ্যে চিত্রকল্পের সহজ প্রকাশ থাকবে ইত্যাদি[২]। বর্তমান প্রবন্ধে কবি, ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক, ও ছোটগল্পকার কবিতা সিংহের ছোটগল্পের আঙ্গিক ও আবহ বিশ্লেষণের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস করতে চলেছি। এই উদ্দেশ্যে তাঁর রচিত দুটি গল্পকে নির্বাচন করেছি-'পার্শ্বচরিত্র' ও 'খেলতে খেলতে-একদিন'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যে ছোটগল্প' গ্রন্থে ছোটগল্পকে যন্ত্রণার ফসল বলে উল্লেখ করেছিলেন। বিশ শতকে প্রকাশিত এই দুই গল্পেও ভিন্ন ভিন্ন জীবন-যন্ত্রণা বা সংকট কীভাবে ক্রমে ক্রমে নিজস্ব পরিধি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে পাঠকহৃদয়কে গভীর ব্যঞ্জনায় আচ্ছন্ন করেছে তা লক্ষনীয়। 'কাঁচুলির' আচ্ছাদনটুকু রক্ষা করে অপূর্ব দক্ষতায় গল্পকার সমাজের বিবেকের প্রতি নানা প্রশ্ন রেখে গেছেন। মূলত, এই প্রবন্ধের বিষয় উপরোক্ত গল্প দুটির আঙ্গিক অর্থাৎ গল্পকার একটি বিষয়/ Content-কে রূপদান করার সময় যেভাবে চরিত্র, পটভূমি, পরিবেশ, দৃশ্য, সংলাপ, বাক্য, চিত্রকল্পকে ব্যবহার করে তার রূপায়ণ করেছেন তার পর্যালোচনা করা। এই আঙ্গিকগত উপাদানগুলি একটি গল্পের আবহ নির্মাণ করে তাকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়। গল্পগুলির আঙ্গিক ও প্রকরণগত বৈশিষ্টের স্বরূপে নিম্নে আলোকপাত করা হল।

কবিতা সিংহের সৃষ্টিতে ‘নারী’ বরাবরই তার ভিন্ন স্বতন্ত্রসত্তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তাঁর ছোটগল্পগুলি সর্বজ্ঞকথন বা আত্মকথনের ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে গল্পের চরিত্রদের চিন্তাভাবনা বলিষ্ঠভাবে পাঠকের মনে দাগ রেখে যায়। ছোটগল্পের আঙ্গিকের আলোচনায় ‘নামকরণ’ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নামকরণ নামক চাবিকাঠি দিয়েই পাঠক গল্পের অন্দরমহলে প্রবেশ করেন। প্রথমেই নামকরণের পাশাপাশি গল্পের চরিত্রায়ন/ characterization এর উপরেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন কারণ উভয়ে মিলিতভাবে গল্পের মূল থিম-কে পরিণতি দান করে। ‘পার্শ্বচরিত্র’ গল্পের নামকরণটি চরিত্রকেন্দ্রিক। লেখক সুশোভন ঘোষের ‘রানী’ গল্পে পার্শ্বচরিত্র শোভনা প্রেমহীন বিবাহিত জীবনের চেয়ে বিবাহহীন কেরানী জীবন অনেক বেশি শ্রেয় মনে করেছে। তাই নামহীন এক পাঠিকা লেখককে একটি বিষয়ে সমালোচনা করে চিঠি লিখেছে, আর এই চিঠিই আলোচ্য গল্প ‘পার্শ্বচরিত্র’। পত্রগল্পের আদলে লেখা এই গল্পে পত্রলেখিকা জানতে চেয়েছে পার্শ্বচরিত্রদের নিয়ে কেন কোনো গল্প লেখা হয় না আর লিখলেও তারা শেষপর্যন্ত খাঁটি পার্শ্বচরিত্র হয়েই থাকছে কি না। সুশোভনবাবু ‘রানী’ গল্পের পার্শ্বচরিত্র শোভনাকে দিয়ে তার গল্প শুরু করেছেন এইভাবে ‘একটি কেরানী মেয়ের বিনিদ্র রাত্রির চিন্তা’ দিয়ে। অথচ গল্পের শুরুতেই মেয়েটির ‘শয়নঘর’ তার ‘রাত্রিকে উন্মোচিত’ করে দেওয়ার চেষ্টাকে নিন্দা করেছেন পত্রলেখিকা। সুশোভনবাবু যেভাবে শুধুমাত্র ‘যৌবনজ্বালার’ বর্ণনা দিয়ে গল্প দাঁড় করিয়েছিলেন তাতেই একান্ত আপত্তি পত্রলেখিকার। তাঁর মতে ‘যৌবনজ্বালাই’ সব নয় আবার তা অনেকটাই। চিঠির বয়ানে গল্প এগোলে বুঝতে পারি লেখিকার সুচারু বুনোনে পত্রপ্রেরণকারী নারী আর তার আইডিয়াল পার্শ্বচরিত্র ‘শোভনা’ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আসলে ‘শোভনা’-রাও কষ্ট পায় একলা বিকেলে একলা চলার কষ্ট। একটি বন্ধুর মত পুরুষসঙ্গীর অভাবের কষ্ট, কষ্ট শুধু রাত্রির অন্ধকারেই তীক্ষ্ণ নখ মেলে আঘাত হানবে বিষয়টা তেমন নয়-

> “সে ভাবে এমন কোনো সঙ্গী যদি তার থাকত, যার সঙ্গে সে একমন চোরকাঁটা ডিঙিয়ে, শাড়ি লুটিয়ে চলে যেতে পারত ময়দানের মাঝখানে।...একটি বন্ধুর মতো পুরুষের অভাবে, ঐ নির্জন গোধূলির বিশেষ অনুভবের নাগাল শোভনা পেল না।”[৩]

ক্রমে গল্পে শোভনার নায়ক হিসেবে সঞ্জীবের আগমন ঘটে। সে তার পাশের বাড়ির বিকলাঙ্গ প্রাক্তন প্রেমিকাকে গ্রহন না করার ইতিবৃত্ত শুনিয়ে শোভনাকে একটি প্রেমহীন বিয়ের প্রস্তাব দেয়-

> “আমি তোমায় ভালবাসি না, তবু বিয়ে করব, কারণ বিয়ে আমায় করতে হবেই, আর দুজনের টাকায় অনটনের কুশ্রী মুখটা আমরা ঢাকতে পারব।”[৪]

শোভনা তার নায়ককে বিয়ে করেনি- প্রেমহীন বিবাহিত জীবনের থেকে বিবাহহীন কেরানী জীবন অনেক স্বস্তির মনে হয়েছিল তার। আর এখানেই পত্রলেখিকার দাবি সুশোভনবাবু শোভনাকে তাঁর ‘পার্শ্বচরিত্র’ হিসেবে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। ভালোবাসাহীন ‘অর্থনৈতিক সমঝোতায়’ বিবাহে অস্বীকৃতি জানিয়ে শোভনার চরিত্রে ‘নায়িকাত্ব’ আরোপিত হল। এখানেই পত্রলেখিকা জানায় সে শোভনাকে নিজের আদলে নিঃশঙ্ক ‘পার্শ্বচরিত্র’ই বানাতে চায়। সে নিজের জীবনেও যেমন এক ‘সঞ্জীব’-কে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে গল্পের শোভনাকেও তাই করতে বলেছে। আসলে সে শেষপর্যন্ত সম্পর্ককে পরিণতি দেওয়ার মাধ্যমে দেখতে পরখ করে দেখতে চায় ভালবাসাহীন দুজন নিঃস্ব নরনারীর জীবন এক সুতোয় বাঁধা পড়লে প্রেম জন্মায় কি না! হয়ত অভ্যাসেই প্রতিরাতের মিলনে ‘সেই আশ্চর্য রাসায়নিক উচ্চতায়’ ‘একটি ভীরু কাপুরুষ যুবক’ ও ‘একটি প্রায় গতযৌবনা রমণী’ আগুন থেকে আলো হতে পারে কি না এই দেখার তীব্র বাসনায় গল্প শেষ হয়-

“এ আমি দেখব। আমি এই-ই হব। একটি কাটা সৈন্যের মতো হাস্যকরভাবে সাহসী পার্শ্বচরিত্র।”[৫] শ্রী সুমিত কুমার বড়ুয়া গ্রন্থের শুরুতে এই গল্পের মূল ভাব সম্পর্কে বলেছিলেন “শৃঙ্গার নয় উৎসাহ”[৬]; অবশ্যই এ বিগতযৌবনা নারীর আশ্রয়লাভের আকুতি নয় বরং শঙ্কাহীন এক নারীর সার্থকভাবে ‘পার্শ্বচরিত্র’ হয়ে ওঠার একটি চ্যালেঞ্জ।

‘খেলতে খেলতে-একদিন’ গল্পের নামকরণ বিষয়কেন্দ্রিক ও ব্যঞ্জনাময়। এই গল্পে ‘অণিমা’ এক বিপর্যস্ত মূল চরিত্র। তার স্বামী হিসেবে সুরেন, দেওর বীরেন তার স্ত্রী কণা ও তাদের সন্তান দীপুর নাম জানতে পারি। গল্পে দেখি পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে সে মিথ্যে ‘বাঁজা’ আখ্যায়িত হয়ে অপমানিত হয়েছে। দেওরের ছেলে দীপুকে সে

আত্মহত্যার প্রতিশ্রুতি দিয়েও ফিরে এসেছে। স্বামী সুরেনের সাথে তার কোনো ভালোবাসার সম্পর্ক অবশিষ্ট ছিল না। সামান্য বিড়ালের প্রতি অসন্তোষও যখন সে প্রকাশ করেছে তখন সকলে বলেছে-

> “আরে বাবা বাঁজা তো। কী করে ষষ্ঠীর বাহনের মর্যাদা বুঝবে?... কালচার কালচার, এসব হলগে ফ্যামিলি ট্র্যাডিশনের ব্যাপার।”[৭]

আবার এই ‘কালচারসর্বস্ব’ বিশ্বাসঘাতক স্বামীই যখন অণিমার ওভারটাইমের টাকা চুরি করেছে সে দৃশ্যে তার ‘দমফাটা হাসি’ ছাড়া যেমন কোনো অনুভূতি জেগে ওঠেনি তেমনই স্বামীর সাথে দূরত্ব বৃদ্ধিতেই সে স্বস্তি পায়, গল্পকারের বর্ণনায়- “আজকাল আর স্বামীকে দেখিয়ে দেখিয়ে সে দুঃখের চ্যারিটি শো করে না।”[৮] আবারও ‘জীবন’ যদি একটা ‘খেলা’ হয় সেই ‘খেলা’ শেষ করার উপায় হিসেবে গোটা গল্প জুড়ে ‘নীল ঘুঁটি’ সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরে আবারও আত্মহত্যার চেষ্টা ত্যাগ করে গ্লানিময় জীবনেই ঘুরে দাঁড়িয়ে খেলা শেষের এই ‘একদিন’-এ পৌঁছেছে। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া ‘অণিমা’ চরিত্রকে ব্যবহার করে গল্পকার বিপর্যস্ত নারীহৃদয়ের বেঁচে থাকার প্রতি মুহূর্তের সংগ্রামকে দেখিয়েছেন।

(২)

ছোটগল্পের আঙ্গিক বিশ্লেষণে বৃত্ত গঠন/ Plot construction একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এতে সোপানারোহ গঠন/ Stair-step construction, চকিতোন্নত গঠন/ Rocket construction এবং ঘূর্ণরেখ গঠন/ Circular construction পরিলক্ষিত হয়। ছোটগল্পে কোনো অপ্রাসঙ্গিকতার সুযোগ না রেখে সংযতভাবে ক্লাইম্যাক্স-এর মাধ্যমে ঘটনার ব্যঞ্জনাময় সমাপ্তি ঘটাতে হবে। ‘খেলতে খেলতে- একদিন’ গল্পের ক্ষেত্রে সোপানারোহ গঠন পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। একটি প্রারম্ভিক ঘটনা বা Initial incident দিয়ে গল্পের সূচনা হয়েছে-

> “সদর দরজা ঠেলে বাড়ির ভিতর ঢুকেই অনিমা... দীপুকে দেখল... দীপু বলল- তবে যে সকালে বলে গেলে বাড়ি ফিরবে না, গাড়ি চাপা পড়ে মরবে?”[৯]

ক্রমশ গল্প এগিয়েছে।

অণিমা দীপুকে আত্মহত্যার প্রতিশ্রুতি দিয়েও ফিরে এসেছে(সূচনা)➔পুনরায় আত্মহত্যা করার জন্য ঘুমের ওষুধ ক্রয় করেছে➔ আত্মহত্যা করার সময় চূড়ান্ত উপলব্ধি(ক্লাইম্যাক্স)➔ সে বেঁচে থাকার সিদ্ধান্ত নেয় (সমাপ্তি)

‘পার্শ্বচরিত্র’ গল্পের গঠনবিন্যাসও মূলত সোপানারোহ প্রকৃতির। একমুখী হয়ে কাহিনী এগিয়ে গেলেও ক্লাইম্যাক্সের পরে ভিন্ন ধরণ এখানে দেখা যায়-

সুশোভনবাবুকে পত্রপ্রেরনকারী নারী চিঠি লিখছে(সূচনা)➔ সঞ্জীবের সাথে শোভনার ভালোলাগার পর্ব➔সঞ্জীবের শোভনাকে প্রেমহীন বিবাহ এবং অর্থনৈতিক সুবিধার স্বার্থে বিয়ের প্রস্তাব প্রদান➔ শোভনার ‘নায়িকাসুলভ’ আচরণ ক’রে এই কুশ্রী প্রস্তাব ত্যাগ করার প্রসঙ্গ(ক্লাইম্যাক্স)➔ পত্রলেখিকা চায় শোভনা সঞ্জীবকে বিয়ে করে তারই আদলে আদর্শ ‘পার্শ্বচরিত্র’ হয়ে উঠুক➔ পত্রলেখিকা ও তার সৃষ্ট ‘ideal’ শোভনা যে একই নারী তার স্বীকারোক্তির উল্লেখ (সমাপ্তি)

ক্লাইম্যাক্সের পরে মূলত দ্বিমুখী ঘটনা ঘটতে দেখা গেল। প্রথমত, ‘রানী’ গল্পের শোভনা সঞ্জীবকে বিয়ে না করে একলা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ‘রানী’ গল্পের সমাপ্তি ঘটাল, দ্বিতীয়ত, গল্পের এই সমাপ্তির বদলে পত্রলেখিকা চায় ‘শোভনা’ তারই মতো সঞ্জীবকে বিয়ে করে যথার্থ ‘পার্শ্বচরিত্র’ হয়ে উঠুক। প্রকৃত Circular construction এখানে ঘটেনি কারণ বৃত্তাকারে ব্যাকগ্রাউন্ড-এ কোনো অতীত কাহিনী এগোয়নি। তা সত্ত্বেও যেভাবে পত্রলেখিকা বর্তমানে চিঠি লিখছে (‘পার্শ্বচরিত্র’ গল্প) এবং তার চিঠি জুড়ে পূর্বে প্রকাশিত সুশোভনবাবুর ‘রানী’ গল্পের সংশোধনপ্রক্রিয়া চলেছে অর্থাৎ গল্পের ভেতর গল্পের এই দ্বিবিধ Parallel technique পরিলক্ষিত হয়, যা অভিনব।

আঙ্গিকের আলোচনায় ‘খেলতে খেলতে- একদিন’ গল্পের বিশ্লেষণে পরিলক্ষিত হয় গল্পটি সর্বজ্ঞকথনরীতিতে রচিত হয়েছে। অণিমার মনের মধ্যে ‘Third person omniscient’ আলো ফেলে সর্বজ্ঞতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বর্ণনাত্মক রীতিতে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে। এক্ষেত্রে ‘Flashback’ রীতির প্রয়োগ দেখা গিয়েছে, অর্থাৎ

বর্তমানে উপস্থিত থেকে অতীতের স্মৃতিচারণ করে পুনরায় বর্তমানে ফিরে আসা। যেমন- অণিমা নিজের জীবনের ইচ্ছে বিসর্জন দিয়ে (সুবলের সাথে কথপোকথনে জানা যায় সে প্রফেসর হতে চেয়েছিল) সুরেনের সাথে পালিয়ে বিয়ে করেছিল। বিবাহপরবর্তী জীবনেও সে ক্লেদাক্ত পঙ্কিল সম্পর্ক বহনে ক্লান্ত বিপর্যস্ত হয়ে ফ্ল্যাশব্যাকে ছোটবেলায় ফিরে গেছে, ভেবেছে-

> ''ছোটোবেলায় মা কাঁসার বাটিতে দুধ দিত। দুধ খেয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে সেই খাঁটি দুধের স্বাদ মুছে ফেলে অণিমা মেরুদণ্ড সোজা করে... পড়ার দিকে মুখিয়ে দাঁড়াত। এখন কোথায় সেই সব? নির্ভেজাল, খাঁটি, আসল?''[১০]
>
> অথবা,''ছোটোবেলায় খেলাফেরত বাড়ি ফিরলে মা যখন ধোয়া ফ্রক, মুচমুচে গামছা এগিয়ে দিত, তখনই তো অণিমা বুঝতো স্নান কত জরুরি।''[১১]

অর্থাৎ ফেলে আসা দিনের সাথে অণিমাকে গল্পকার এই ফ্লাশব্যাক পদ্ধতির মাধ্যমে যোগাযোগ করিয়েছেন।

'পার্শ্বচরিত্র'- গল্পটি উত্তমপুরুষ বা First person narration- এ বর্ণিত হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে সীমিত অংশে মধ্যমপুরুষে বর্ণনা আছে যেখানে পত্রপ্রেরণকারী নারী সুশোভনবাবুকে 'আপনি' সম্বোধন করে লিখেছেন- ''আপনার লেখা আমার ভালো লাগে''[১২] অথবা ''গল্পটি আপনি আরম্ভ করেছেন শোভনা নামে একটি কেরানী মেয়ের বিনিদ্র রাত্রির চিন্তা দিয়ে''[১৩] ইত্যাদি। এই গল্পে বিশেষভাবে চরিত্রের অনুভূতিকে চিত্রপটে ফুটিয়ে তোলার জন্য গল্পকারের হাতিয়ার হয়েছে চিত্রকল্প (Imagery)। কবিতা সিংহ তাঁর গল্পগুলিতে শক্তিশালী বেশ কিছু চিত্র, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি ব্যাবহার করে পাঠকের ইন্দ্রিয়কে সজাগ রেখেছেন। যেমন- 'পার্শ্বচরিত্র' গল্পে দেখি ক্যানভাসে শব্দের চিত্র এঁকেছেন গল্পকার – কলকাতা শহরে বিকেল নামার দৃশ্যে

> ''এইসব প্রাসাদ, সিনেমা, দোকানপাটের মধ্যে দিয়ে রোদ্দুরের হলুদ ঝরনা ছবিতে আঁকা অবাস্তব জ্যোতির মতো গলে গলে পড়ে, ময়দানের সবুজ ঘাস সেই তাপহীন আলোসর্বস্ব রোদে পেস্তারঙের হয়ে যায়;''[১৪]

'খেলতে খেলতে- একদিন' গল্পে অণিমা বাড়ি ফিরেই বুঝতে পেরেছিল তার স্বামী কাজে না গিয়ে ঘরে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডা দিয়েছে এবং এই বিষয়টি তার যে কত অপছন্দের তা বোঝানোর জন্য লেখিকা 'গন্ধের' মাধ্যমে তা পাঠকের মস্তিষ্কে পৌঁছে দিয়েছেন-

> ক। ''ঘরে কেমন গাঁজ ওঠা জ্যাম আর সিগারেটের পোড়া গন্ধ... বিছানাটা মানুষের গন্ধ মাখানো...ঘামে ভেজা ব্লাউজ-ব্রেসিয়ারের পূতিগন্ধ...দেশি মদের গন্ধ, চাপা অন্ধকার, ফ্যান-বন্ধ করা গলির গুমোট, এই সবকিছু আগুনের মত মেখে জড়িয়ে ঠায় পড়ে রইল চুপচাপ''[১৫]

অথবা অণিমা যখন বিনয়কে নিয়ে কাল্পনিক সংলাপে ব্যস্ত তখনই তার মনে হয় স্বামীর বন্ধুর সাথে তার যে একটি সম্পর্ক ছিল তাও যখন নষ্ট হল তখন তার চোখে সে কোথায় নেমেছিল তা বোঝাতে লেখিকা বলেছেন-
খ। ''হাতের রজনীগন্ধা থেকে যোনীর দুর্গন্ধ উঠতে লাগল''[১৬] অণিমা যখন দ্বিতীয়বার দীপুকে আত্মহত্যার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘর থেকে ত্রিশ টাকা নিয়ে বেরিয়ে যায় তখন বাইরে বেরিয়ে তার বেশ কিছুক্ষণ যে কোনো অনুভবশক্তি ছিল না সেই বিষয়টিকে উপমার সাহায্যে গল্পকার এভাবে দেখিয়েছেন-

> "বাইরে বেরিয়ে পড়ে অণিমার বেশ কিছুক্ষণ কোনো বোধ ছিল না। সদ্য জন্মাবার পর অনেক শিশু পাছায় চাপড় না খেলে যেমন কাঁদে না। তেমনি" ।[১৭]

অথবা দীপুকে দেওয়া প্রথমবারের আত্মহত্যার প্রতিশ্রুতি যে সত্য ছিল না তা বোঝাতে সে বলেছে কথাগুলি ছিল 'শো-করবার জন্য'- ''সামনে জামা, পেছন ন্যাংটো, বাক্সের পুতুলের মতো।''[১৮]
প্রতীকের ব্যবহারে উজ্জ্বল কবিতা সিংহের গল্প। 'পার্শ্বচরিত্র'- গল্পে দেখি, প্রথমত কেরানী মেয়েটির বাড়ি ফেরার ট্রামে দুই জানালায় দুই রকম দৃশ্য তার দ্বিধাবিভক্ত মানসিক স্তরকে ইঙ্গিত করে, দ্বিতীয়ত,

> ''রোজকার সেই সাদা রাজহাঁস ট্রাম, সেদিন তাকে একটা বন্ধ ময়াল সাপের মতো পেটে পুরে নিয়ে তার হোস্টেলের সামনে উগরে দেয়।''[১৯]

অর্থাৎ এই 'ময়াল সাপ'-এর পেটে পুরে থাকা জীবন তার একঘেয়ে বদ্ধ সঙ্গীহীন নিত্য অফিস যাতায়াতকেই ইঙ্গিত করে। সে তার জীবনে বিরক্ত হয়ে পড়েছিল বলেই তার পরের বাক্য- ''এজন্য সঙ্গীর দরকার সুশোভনবাবু।''[২০] তৃতীয়ত, সঞ্জীবের প্রাক্তন বিকলাঙ্গ প্রেমিকাকে এখানে 'ছেঁড়া ন্যাকড়ার অকেজো বস্তা' এবং সেই মুহূর্তে তার 'পুরুষ' না হতে পারার বিষয়কে 'স্তম্ভিত ছন্নমতি বৃহন্নলা' বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। যা শব্দের আড়ালে সঞ্জীবের অক্ষমতার ব্যঞ্জনা ধারণ করে। তাকে সে গ্রহণ না করে শোভনার দিকে ঝুঁকেছিল কারণ শোভনার জীবনে আর্থিক নিশ্চয়তা ছিল। চতুর্থত, 'খেলতে খেলতে- একদিন' গল্পে কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফিরে অণিমা নোংরা, অগোছালো ঘরে কামনা করেছিল 'একটা ধোপভাঙা নিষ্কলঙ্ক সেমিজ'- যে শুভ্রতা ও শান্তি সে নিজের জীবনে চেয়েছিল তার প্রতীকই এই 'সেমিজ' এবং খেলার জন্য নীল ঘুঁটি' সংগ্রহ করা ছিল আত্মহত্যার জন্য ঘুমের ওষুধ সংগ্রহের প্রতীক। পঞ্চমত, এই গল্পেই একটি সাদা বিড়ালের উল্লেখ আছে। যাকে অণিমা পছন্দ করত না, অথচ সে নিজেই ছিল 'বিড়ালমুখি'। বিড়ালটি কিন্তু তার পিছু ছাড়ত না। গল্পের শেষাংশে দেখি অণিমা তার খেলার সিদ্ধান্ত বদলে বেঁচে থাকার সিদ্ধান্ত যখন নেয় তখনও এই বিড়ালের উপস্থিতি লক্ষনীয়-

> ''গ্লাসের দিকে এবার হাতটা বাড়িয়ে দিল অণিমা। ঠিক তখনই হঠাৎ টেবিলের ওপর লাফিয়ে পড়ল বেড়ালটা। শব্দ করে উল্টে গেল গ্লাসটা।''[২১]

পনেরটা ঘুমের ওষুধ মেশানো জলের গ্লাসটি বিড়ালটিই উলটে ফেলে দিয়েছিল। এই সাদা বিড়ালটি ছিল তার বিবেকের প্রতীক। বিড়ালটির গ্লাস ফেলে দেওয়া= আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করার বিষয়- বুঝতে পাঠকের অসুবিধা হয় না।

(৩)

আলোচ্য কবিতা সিংহের গল্পগুলিতে বাক্যগুলি সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত, মাঝারি অথবা ছোট ধরণের প্রায় জটিলতা বর্জিত। 'পার্শ্বচরিত্র' গল্পে চিঠিতে একতরফাভাবে বাক্যবিন্যাস এগিয়েছে কোনো প্রত্যুত্তর নেই বলে একে কথপোকথন বলা গেল না-

> ''সুশোভনবাবু সেদিন রাসবিহারী এভিনিউর মোড়ে ললিতা রায়ের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল। আশা করি মনে আছে।''[২২]

আবার যখন পত্রলেখিকা আবেগে উত্তেজিত হয়ে তার মানসিক অবস্থা প্রকাশ করতে চাইছে তখন তার বয়ানে ক্ষিপ্রতা এসেছে। ছোট ছোট অংশে বাক্য একটি কমা(,), সেমিকোলন(;), হাইফেন(-) ইত্যাদি বিরামচিহ্ন দ্বারা বিভক্ত হয়ে এগিয়েছে-

> ''- ভালোবাসা বলব না সুশোভনবাবু, অত সাহস আমার নেই, বিনয় করে বলছি না, বিনয় ভাববেন না; ...''[২৩]

বিশ শতককে বলা হয় 'Age of Interrogation'-''এ যুগ হল প্রশ্নচঞ্চল উৎকণ্ঠার যুগ, তীক্ষ্ণকণ্ঠ জিজ্ঞাসার যুগ, বিচিত্র বিস্ময় ও কৌতূহলের যুগ''[২৪]- এসময়ের গল্পগুলি যেন বিভিন্ন আঙ্গিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তার পরিপূর্ণ রূপ খুঁজে চলেছিল। 'খেলতে খেলতে- একদিন' গল্পে দেখা যায় চেতনাপ্রবাহের একটি বিস্তৃত পরিসর। মানবমনের মগ্নচৈতন্যলোকে Third person omniscient narrator আলো ফেলে চিন্তাভাবনাকে যেভাবে প্রবহমান করে তুলেছে তার বিপরীতে বাস্তব কথপোকথনের জায়গা অতি অল্প। যেমন- অণিমার সাথে দীপুর কথপোকথন ''- খেলে না? -না -কখন ফিরবে? -ফিরবোই না, গাড়ি চাপা পড়ে মরব''[২৫] অপরদিকে বিনয়ের সাথে সে অর্ধেক পৃষ্ঠা জুড়ে মানসিকভাবে কথপোকথন চালিয়েছে। অথবা সুবলের সাথে দেখা করে ফের ট্যাক্সিতে বসে যে পুনরায় চিন্তাস্রোতে ডুবে গিয়েছিল তা তার নির্ভার চেতনার মতই সাবলীল, ক্রমাগত বয়ে চলা বাক্যস্রোত-

> ''যখন শরীর থাকবে না তখন মনে হবে আহা সেই যে সারাদিন পরে কী অদ্ভুত ক্লান্ত হতুম, বিছানার জন্য কোষে কোষে এক ফোঁটা করে কান্না, পাকস্থলীর ভিতর খিদের জন্য পরতে পরতে ঘষা খাওয়া, মাথার ভিতরের ধূসর পরমাণুর মধ্যে সারিডনের জন্য তীব্র চিৎকার তৈরি করতুম... মূত্র নিঃসরণের সেই নির্ভার হওয়ার শারীরিক সুখ...''[২৬]

- অসমাপিকা ক্রিয়াকে ব্যবহার করে বাক্যকে দীর্ঘ করার এ এক বিশেষ কৌশল। যা পাঠকের আগ্রহকে বর্ধিত করে।[২৭] সামান্য সংলাপ এবং চিন্তার দীর্ঘ প্রবহমানতা এটাই বুঝিয়ে দেয় যে প্রতিনিয়ত অপমান সহ্য করার পর নিঃশব্দে এভাবেই জাগতিক মানুষের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছে যেন 'অণিমা' চরিত্রটি।

ছোটগল্পের সমাপ্তি প্রসঙ্গে আলোচ্য গল্পগুলিতে 'Whip-crack ending' বা চাবুক হাঁকড়ানো সমাপ্তি নেই, যা আছে তা হল ব্যঞ্জনাময় ব্যাপ্তি। 'পার্শ্বচরিত্র'- গল্পের শেষে পত্রপ্রেরণকারী নারী জানায় তার মতে 'রানী' গল্পের শোভনা যথার্থ পার্শ্বচরিত্র হতে পারেনি। তাকে যথার্থ 'পার্শ্বচরিত্র' হতে গেলে তার জীবনের আদলেই সঞ্জীবকে বিয়ে করতে হবে। তার 'ideal' পার্শ্বচরিত্র শোভনা প্রেমহীন বিবাহের প্রস্তাবপ্রদানকারী ক্ষয়িষ্ণু, আর্থিক হিসাবে 'দক্ষ', ভীরু, কাপুরুষ নায়ককেই বিবাহের সিদ্ধান্ত নেয়। আর এখানেই পত্রলেখিকার সাথে তার 'ideal' শোভনা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। শেষবাক্যে সে বলেছে-

> ''পুনশ্চঃ অনেক জায়গায় শোভনা আমি হয়ে গেছে, আমি, শোভনা বদলালাম না। কারণ আপনার কাছে নিজেকে লুকোতে পারিনি, চাইও না আর সেইজন্যই।''[২৮]

এতে অবশ্য কোনো চমক সৃষ্টি হয় না। অন্তঃত, এক পৃষ্ঠা পাঠের পরেই সচেতন পাঠকের দৃষ্টিগোচর হবে সেই বাক্যটি ''আপনার গল্পের নায়িকা শোভনাও কতকগুলো সাধারণের গুণের অধীন হওয়ায় তাকে বারবার আমাদের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলেছি''[২৯]- এই শুরুর একাত্মতাই যে ছিল একাকার হয়ে যাওয়ার বীজ, তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না।

'খেলতে খেলতে- একদিন'- গল্পের শেষে যেভাবে বিড়ালকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে জীবনে ফেরার দৃশ্য আঁকা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবুও সংশয় জাগে শেষ বাক্যে –
''অণিমা ভাবলো, খেলতে যখন শিখে গেছে তখন খেলাই চলুক- খেলা চলুক...তারপর এভাবেই খেলতে, খেলতে, খেলতে...একদিন!''[৩০]- 'তারপর' এবং 'একদিন' শব্দবন্ধ কী ইঙ্গিত করতে চাইল? হতে পারে এটি আত্মহত্যা মুলতুবি করার সেই জীবন বদলে দেওয়া বা 'Life changing' একদিনকে বোঝাতে চাইল অথবা হতে পারে সে যখন 'খেলার ঘুঁটি' (আত্মহত্যার উপকরণ) সংগ্রহ করা শিখেই গেছে এইবার না হোক কোনো 'একদিন' অনায়াসে হয়তো পুনরায় গ্রহণ করা কোনো এক হঠকারী সিদ্ধান্তের পূর্বাভাষ! যার উল্লেখ গল্পে নেই, এবং এখানেই গভীর ব্যঞ্জনা দোলায়িত হয় এই বিস্ময়সূচক চিহ্নের(!) মাধ্যমে। ছোটগল্প তার পরের কথা শোনানোর দায় নেয় না। এক অপূর্ব ঘটনার বুনোনে, জীবন জিজ্ঞাসায়, নারীত্বের চেতনায় তাঁর অভিনব প্রকাশ-আঙ্গিকে আলোচ্য কবিতা সিংহের ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

তথ্যসূত্র:

১। সিংহ, কবিতা, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০০৭৩, সেপ্টেম্বর ২০২০, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৩, পৃষ্ঠা-৯
২। দত্ত,বীরেন্দ্র, 'বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' (প্রথম খণ্ড), পুস্তক বিপণি প্রকাশনী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ১৯৫৫, পৃষ্ঠা- ৭
৩। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৫১-৫২
৪। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা-৫৫
৫। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৫৬
৬। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ২৫
৭। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৮৩
৮। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৮৩
৯। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৮০
১০। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৮৩-৮৪

১১। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৮২
১২। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৪৯
১৩। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৫০
১৪। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৫১
১৫। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৮০
১৬। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৯৩
১৭। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৮৫
১৮। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৮৬
১৯। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৫২
২০। পূর্বোক্ত,'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৫২
২১। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৯৫
২২। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৪৯
২৩। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৫৩
২৪। রায়,রথীন্দ্রনাথ, 'ছোটগল্পের কথা', সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, ৯ রায়বাগান স্ট্রিট কলকাতা- ৬, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ১৯৫৯, পৃষ্ঠা- ১৫২
২৫। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৮৪
২৬। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৯২
২৭। মজুমদার, ড. অভিজিৎ, 'শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা-১৮
২৮। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৫৬
২৯। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৫০
৩০। পূর্বোক্ত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', পৃষ্ঠা- ৯৫

সহায়ক গ্রন্থ:

১। দত্ত, বীরেন্দ্র, 'বাংলা ছোটগল্প: প্রসঙ্গ ও প্রকরণ'(প্রথম খণ্ড), পুস্তক বিপণি প্রকাশনী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ- আগস্ট ১৯৫৫
২। রায়,রথীন্দ্রনাথ, 'ছোটগল্পের কথা', সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, ৯ রায়বাগান স্ট্রিট কলকাতা- ৬, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ১৯৫৯
৩। চট্টোপাধ্যায়, হীরেন, 'সাহিত্য প্রকরণ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ- ১৪০২
৪। মজুমদার, ড. অভিজিৎ, 'শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০০৭

আকরগ্রন্থ:

১। কবিতা সিংহ, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা- ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৩